২৮

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 10 SEP 1998 ..
পৃঃ ৭ কলাম ৫

কে এল জুবিলী স্কুল সংকটের মুখে

রেজানুর রহমান ॥ নগরীর ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কে এল জুবিলী স্কুল ও কলেজের শিক্ষার পরিবেশ হুমকির সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে। প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ মোঃ

(১৫শ পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

কে এল জুবিলী স্কুলে

(প্রথম পৃঃ পর)

কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষিকা, অফিসার-কর্মকর্তা আগামী ৩ দিনের মধ্যে অধ্যক্ষের পদত্যাগ দাবী করিয়াছেন। শিক্ষকদের অভিযোগকে ভিত্তিহীন আখ্যা দিয়া অধ্যক্ষ বলিয়াছেন, একটি মহল উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করিয়াছে। কাহারও অন্যায় দাবীর প্রেক্ষিতে আমি পদত্যাগ করিব না। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে।

কে এল জুবিলী স্কুলের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫৬ সাল। ১৯৫১ সাল হইতে প্রফেসর কামরুজ্জামান এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করিতেছেন। ইতিমধ্যে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর পার হইয়া গিয়াছে। নিয়ম অনুযায়ী ৬০ বৎসর পর্যন্ত একজন শিক্ষক চাকুরী করিতে পারেন। তবে মেধা ও বিচক্ষণতার গুরুত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৬৫ বৎসর পর্যন্ত একজন শিক্ষক তাঁহার পেশায় নিয়োজিত থাকিতে পারেন। অধ্যক্ষ মোঃ কামরুজ্জামান বিশেষ সুবিধায় ৭০ বৎসর পর্যন্ত চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করেন। গত ডিসেম্বর মাসে তাঁহার ৭০ বৎসরের মেয়াদ শেষ হইয়া গিয়াছে। শিক্ষক-কর্মচারীরা বলেন, ইহার পরও তিনি প্রতিষ্ঠানের পদ হইতে অব্যাহতি না নেওয়ায় তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দাবী তুলিয়াছেন, ১৬ই জুলাই ঢাকা শিক্ষা বোর্ড হইতে এক পত্রের মাধ্যমে অধ্যক্ষ কামরুজ্জামানকে তাঁহার পদ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। অথচ তিনি অবৈধভাবে পদ আঁকড়াইয়া রাখিয়াছেন। কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে শিক্ষক-কর্মচারীদের অভিযোগ, বিগত ২৫/৩০ বৎসরে প্রতিষ্ঠানটিতে নির্বাচনের মাধ্যমে কোন কমিটি গঠন করা হয় নাই। অধ্যক্ষ তাঁহার ব্যক্তিগত মামলার খরচ স্কুল ফান্ড হইতে বহন করেন। তিনি শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীদের সহিত অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। তাহারা প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতিরও অভিযোগ আনিয়াছেন। ম্যানেজিং কমিটির পূর্ব অনুমতি না নিয়া বেআইনীভাবে নিজের ইচ্ছামত প্রতিষ্ঠানের অর্থ ব্যয় করেন বলিয়াও অভিযোগ রহিয়াছে।

গতকাল (মঙ্গলবার) দুপুরে জুবিলী স্কুলে গিয়া দেখা যায়, স্কুলে বন্যার্তদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। স্কুলের মিলনায়তনে গিয়া দেখা গেল, শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে সভা করিতেছেন। প্রভাতী, দিবা ও কলেজ শাখা মিলাইয়া জুবিলীতে ৭০ জনেরও বেশী শিক্ষক-শিক্ষিকা রহিয়াছেন। ৬০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। সভায় সকল বক্তাই অধ্যক্ষের পদত্যাগ দাবী করিলেন। সভায় ৩ দিনের মধ্যে অধ্যক্ষ কামরুজ্জামানের পদত্যাগ দাবী করিয়া বলা হয়, যেহেতু তিনি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন, সেইহেতু তাঁহার কোন নির্দেশ মানা হইবে না। এখন হইতে দৈনিক আদায়কৃত ছাত্র বেতন ও দোকান ভাড়া অধ্যক্ষের নিকট জমা না দিয়া ব্যাংকে প্রতিষ্ঠানের একাউন্টে জমা দেওয়া হইবে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দিবা শাখার সহকারী শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ সাহা, প্রাতঃ শাখার সহকারী প্রধান শিক্ষিকা মিসেস বন্দিতা রায় এবং কলেজ শাখার মিসেস শামীম আক্তার নিজ নিজ শাখার দায়িত্ব পালন করিবেন এবং রবীন্দ্রনাথ সাহা সার্বিকভাবে প্রশাসনিক কাজ চালাইয়া যাইবেন।

স্কুলের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গতকাল অধ্যক্ষ কামরুজ্জামানের সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি বলেন, প্রায় অর্ধশত বৎসর ধরিয়া আমি এই প্রতিষ্ঠানটির সহিত জড়িত। অনেক কষ্টে প্রতিষ্ঠানটিকে দাঁড় করাইয়াছি। একটি বিশেষ মহল ঈর্ষান্বিত হইয়া আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। তিনি বলেন, ডিসেম্বরে আমার চাকুরীর মেয়াদ শেষ হইয়া গিয়াছে। একজন অধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। ইতিমধ্যে অধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছে। ২১শে অক্টোবরের মধ্যে অধ্যক্ষ নিয়োগ করিয়া আমি প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়া যাইতে চাই। অথচ এই সুযোগ আমাকে দেওয়া হইতেছে না। প্রসঙ্গক্রমে কামরুজ্জামান বলেন, ২/১ দিনের মধ্যে আমি প্রধানমন্ত্রীর সহিত এই ব্যাপারে কথা বলিব। তিনি যাহা নির্দেশ দিবেন তাহাই করিব।